দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

চুয়াডাঙ্গায় ৫০০ কর্মহীনকে খাদ্য সহায়তা দিলো বুরো বাংলাদেশ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশ। সদর উপজেলার ৫০০ কর্মহীন পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শনিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও পুরাতন স্টেডিয়ামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাদিকুর রহমান এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাসুদ উজ্জামান এবং বুরো বাংলাদেশের পক্ষে কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন মিঞা, দৌলতপুর এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক সুলতান আহম্মদ, কুমারখালী এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক মো. আক্তারুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সনাতন কুন্ডু,

আলমডাঙ্গা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সমীর কুমার ঘোষ, মিহির কুমার সরকার, মো. শাহজাহার আলী, গোকুল কুমার সরকার, শাখা হিসাবরক্ষক মো. ইসমাইল হোসেন, মো. নূর হোসেন, উর্ধ্বতন কর্মসূচী সংগঠক রনজিত চক্রবর্তী, ছবির উদ্দিন, মো. বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

চাল, ডাল, তেল, আলু, লবণ, সাবান, মাস্কসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পেয়ে হতদরিদ্র মানুষেরা খুশি হয়েছেন বলে জানান সহায়তাপ্রাপ্তরা।

চুয়াডাঙ্গার খাড়াগোদা গ্রামে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ৬

চুয়াডাঙ্গা খাড়াগোদার বাজারে আ.লীগ ও যুবলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য আ.লীগ নেতা লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানিয়েছেন।

একদিকে করোনা অপর দিকে মাহে রমজানের পবিত্র মাস আ.লীগ-যুবলীগ নেতাদের এহন কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়েছে সচেতন মহল। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত গড়াইটুপি ইউনিয়নের গাষ্টবিহার গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশের বোন জুই গত দেড়মাস আগে ঝিনাইদহ গোপালপুর গ্রামে বিয়ে হয়। বিয়ের ১৫ দিনের মাথায় জুই নিজ গ্রামের ভাটার ছেলে মুকুল হাসানের হাত ধরে পালানোর চেষ্টা করে।

সে সময় দর্শনা পুলিশ তাদরকে ডাকবাংলা বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে উভয় পক্ষের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। গতপরশু বহস্পতিবার মুকুল পুনরায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টার দিক গড়াইটুপি গ্রামের আ.লতিবের ছেলে রানা পলাশের পক্ষ নিয়ে গাষ্টবিহার গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি লিটনকে চড় থাপ্পড় মারে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই লিটন এর গায় হাত পড়েছে জানতে পেরে তিতুদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শুকুর আলী ও লিটন দলবল নিয়ে খাড়াগোদা বাজারের শিমুলের ০◌েদাকানের সামনে গিয়ে পলাশ ও তার ভাই শিমুলের ওপর চড়াও হয়। একপর্যায় সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। যার হাতে যা থাকে তাই দিয়ে একে অপরকে মারপিট করতে থাকে।

এই ঘটনায় আহত হয় শুকুর পক্ষের লিটন, রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে ঝন্টু, ছয়রদ্দিনের ছেলে আহাদ আলী। পলাশ পক্ষের আহত হয় পলাশ ও তার ভাই শিমুল এবং রসূলের ছেলে হাবিবুর রহমান। যুবলীগের সভাপতি পলাশ

অভিযোগ করে বলেন, আমার বোনের সংসার ভাঙ্গা নিয়ে মুকুলকে সেল্টার দিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে লিটন। বোনকে নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে কারোর মাথায় ঠিক থাকার কথা না। শুকুর ও তার লোকজন আমাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালিয়েছে।

অপর দিক লিটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পলাশ মিথ্যা সন্দেহ করে তার লোকজন দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে লিটনের ওপর হামলা চালায়। গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, পলাশের বোনকে নিয়েই মূলত এ ঘটনা। শুকুর আলী পলাশের কাছে লিটনের মারার ব্যাপার জানতে গেলে পলাশের লোকজন ক্ষিপ্ত হয় হাসুয়া রামদা দিয়ে লিটন ও তার লোকজনকে কুপিয়ে যখম করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনলেও উভয় পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে, দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান জানিয়ছেন।

দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে সরকারী অনুদান বিতরণে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, মহামারী করোনার কারণে ট্রাক মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায়

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন শ্রমিকদের জন্য সরকারি অনুদান সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে তা প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে বিতরণ করতে বলা হয়।

কিন্তু সে নিজের মন মত যাকে ইচ্ছা তাকে অনুদান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার (৩ মে) সকাল ১১ টার দিকে ওই সরকারী অনুদান দর্শনা পৌরসভার কার্যালয় নির্ধারন করে বিতরণ করা হয়।

এসময় শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব অনুদান কোনো প্রকৃত শ্রমিককে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি মন মত যাদের খুশি অনুদান সামগ্রী বিতরণ করছেন।

শ্রমিকরা আরও অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দীন যাদের এই অনুদান দিয়েছে সকলেই তার পক্ষের ও যাদের মোটর শ্রমিকের কার্ড অনেক আগে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তারাই অনুদান পেয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকরা অধিকাংশই এ অনুদান থেকে বাদ পড়েছে।

এমন অনিয়মের অভিযোগের খবর শুনে ঘটনাস্থলে দর্শনা মেয়র এসে সকলকে শান্ত করেন এবং অপরাধি নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এছাড়া ঢাকা-দর্শনার মধ্যে চলাচলকারী পরিবহণ ৯০জন শ্রমিকের কেউই এ ত্রান পায়নি বলে অভিযোগ তোলে।

এসময় সেনাবাহিনি ও দর্শনা থানার পুলিশ ঘটনা স্থান পরিদর্শন করেন। এসময় মটর শ্রমিকরা নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট দাবী তোলেন।

চুয়াডাঙ্গা’য় মটর শ্রমিক ও চা দোকানিদের মাঝে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের খাদ্য সহায়তা

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে করোনা‘র প্রাদুর্ভাবে ঘরবন্দী কর্মহীন পরিবারসমূহে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় চুয়াডাঙ্গার মটর শ্রমিক ও চায়ের দোকানদারদের মাঝে ০২ মে, ২০২০

শনিবার, বিকাল ৩টায় ৪৫০টাকা মূল্যের ৫০ প্যাকেট খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা’র অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া খান ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানা’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ৩০জন মটর শ্রমিক ও ১৫জন চায়ের দোকানদার এবং ০৫জন সাউন্ড সিস্টেম অপারেটরের হাতে খাদ্য উপহার সমূহ তুলে দেন।

এসব খাদ্য উপহার এর মধ্যে ছিল চাউল, আলু, মসুর ডাল, ছোলা, সয়াবিন তেল, মুড়ি, মাস্ক।

এসব খাদ্য উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, উপ-সমন্বয়কারী মাহাবুবুর রহমান মুকুল সাহেদ জামাল ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচি নুঝাত পারভীন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার কুড়ুলগাছি সড়কের বিভিন্ন অংশে ধস, চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পদ্মবিলের পাশসহ পাকা সড়কটির বিভিন্ন জায়গা ধসে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের ব্লক, মাটি, পিচ, ইট, বালি খোয়া ধসে যাচ্ছে রাস্তার পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি ও বিলের পেটে।

গতকাল সোমবার সরেজমিনে এ রাস্তায় গেলে চোখে রাস্তার সংলগ্ন স্থান ধসে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। মূলত ঐতিহ্যবাহী পদ্ম বিলে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে যানবাহন নিয়ে আসে এই স্থানে। তাই মৎস্য ব্যবসায়ীরা মারাত্মক আতংকের মধ্য রয়েছে যে কখন না দুর্ঘটনা ঘটে।

বিল সংলগ্ন স্থানে বিশাল ধসের কারণে রাস্তাটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা আরো জানান, অল্প সময় হলো রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিলের পাশের অংশ আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে। পাশাপাশি দুটি যানবাহন চলাচল করতে পারেনা। দুটি যানবাহন ওই স্থানে আসলে আগে পরে গিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়।

দ্রুত সংস্কার না হলে রাস্তাটি একেবারে ধসে পড়লে যানচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

দর্শনায় ফেন্সিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় দামুড়হুদার দর্শনা থানায় অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুুর রহমানের নির্দেশে এস আই সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় সদস্য নিয়ে পারকৃষ্ণপুর
- মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে আহসান
(৪০) ও আদম আলীর ছেলে শাহজাহান (১৯) এর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল ফেন্সিডিল সহ তাদের কে আটক করেন।

এস আই সাইফুল ইসলাম জানান, “গোপন সংবাদের মাধ্যমে তাদের আটক করি। তাদের স্বীকারোক্তি জানতে পারি এদের একটি চক্র অভিনব কায়দায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো।”

তিনি আরও বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন এর কঠোর বার্তা জিরো টলারেন্স। মাদক ব্যবসায়ীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন কেউ রেহাই পাবে না।”

আটককৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

জীবননগরে সরকারি ঘর নির্মাণের অনিয়মের অভিযোগ করাই কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা

দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত সরকারি ঘর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ করাই বিপাকে পড়েছেন ভুক্তোভোগী অসহায় পরিবারটি। অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও অসহায়ের মত কর্তৃপক্ষের দারে দারে ঘুরেও কোন বিচার পাননি। তাদের শেষ সম্বল ভিটা মাটি যে টুকু ছিল সেটুকু এই ঘর নির্মাণের জন্য সরকারের নামে বন্দোবস্ত দিয়ে তারা এখন পথে বসেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের জাফরাবাজ পাড়ায় মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহরাফ হোসেনের নামে দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দকৃত দুর্যোগ সহনীয় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দেশের অসহায় গরিব মানুষের জন্য সরকার একটি করে ঘর বরাদ্ধ দিয়েছিলেন।

তারই অংশ হিসেবে সোহরাফ হোসেনের নামে একটি ঘর বরাদ্ধ দেন অত্র ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বিশ্বাস। কিন্তুু সেই ঘর নির্মানের জন্য সোহরাফ হোসেনের কাছ থেকে দফায় দফায় অর্থ আদায়ের অভিযোগ অত্র ইউনিয়ন পরিষদের এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি এলাকায় জানাযানি হলে এমনকি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সবার মাঝে হাজারো নিন্দার ঝড় ওঠে। তার পর থেকে আপাততো ঘর নির্মাণের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে অসহায় পরিবারটি পড়েছেন বড়ই বিপদে, বর্তমানে তার মাথা গোজার মত যে টুকু আশ্রয় ছিল সে টুকুও হারিয়ে আজ পথে বসেছেন।

তার কাছ থেকে দফায় দফায় এই ঘর নির্মাণের জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করেছেন তার একটু ন্যায় বিচারের আশাই বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দারস্ত হয়েছেন এটাই ছিল তার অপরাধ।

কুড়ুলগাছি চাকুলিয়ায় সর্প দংশনে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চাকুলিয়া গ্রামে সর্প দংশনে ৪র্থ শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহত স্কুল ছাত্রের নাম মো: মুজাহিদ হোসেন (১০)।

সে চাকুলিয়া গ্রামের মো: সাইফুল ইসলামের পুত্র। মুজাহিদ মুজিবনগর উপজেলার উপজেলার জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলো বলে জনাগেছে।

জানাগেছে, গতকাল বুধবার দিনগত রাতে নিজ ঘরে ঘুমে ছিলো। রাত ২ টার দিকে মুজাহিদকে সাপে দংশন করে। এসময় পরিবারের লোকজন বিষয়টি টের পেলে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

মুজাহিদ মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে নানার বাড়িতে বসবাস করতো। বসবাসের সুবাধে সে জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো। করোনা ভাইরাসের কারনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারনে সে বাড়িতে এসেছিল।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে চাকুলিয়া কবরস্থানে মুসুল্লিদের উপস্থিতিতে মৃতব্যক্তির জানাযা শেষে দাফনকার্য় সম্পন্ন হয়েছে।

কর্পাসডাঙ্গায় একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন এক নারী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন নারী মারুফা খাতুন নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার সময় চুয়াডাঙ্গা উপশম নার্সিং হোম ক্লিনিকে একসঙ্গে ৪ টি সন্তান নরমাল ডেলিভারিতে প্রসব করেন কুতুবপুর পূর্বপাড়ার মো: শাহাদৎ শেখের মেয়ে মারুফা খাতুন।

জানাগেছে, ২০০৯ সালে পারিবারিক ভাবে মারুফা খাতুনের বিবাহ হয় নাটুদহ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের মো: আইনাল তরফদারের ছেলে এরশাদ আলীর সাথে।

বিবাহের ২ বছরের মাথায় সংসারে নতুন অতিথি হিসেবে মারুফার কোল জুড়ে আগমন ঘটে এক কন্যা সন্তানের। এরপর সাত বছর পর ২০১৮ সালে একই সাথে অপুষ্টি ৩ (তিন) সন্তান জন্ম দিলে কয়েক দিন পর মারা যায়।

আজ বৃহস্পতিবার আবার মারুফা খাতুনের কোল জুড়ে এসেছে একসঙ্গে ২ পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তান। তাই মারুফার পরিবারে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দ উৎফুল্ল বিরাজ করছে।

মা ও বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে নার্সিং হোমে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা মামা মাহবুর রহমান সকলের কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মা ও বাচ্চারা এখন সুস্থ্য আছে। সর্বশেষে মা ও ৪ সন্তানের সুস্থ্যতা কামনায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন কুতুবপুর গ্রামের সচেতন মহল।